ধূলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে' নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও ত আজ ধূলোয়। এ পথে ত হাতী ঘোড়া রথ কারো দেখিনি।

সুদর্শনা। যখন রাণী ছিলুম তখন কেবল সোনারূপোর মধ্যেই পা ফেলেছি—আজ তাঁর ধূলোর মধ্যে চলে' আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব! আজ আমার সেই ধূলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধূলো-মাটিতে মিলন হচ্চে এ সুখের খবর কে জান্‌ত!

সুরঙ্গমা। রাণী মা, ঐ দেখ, পূর্ব্বদিকে চেয়ে দেখ, ভোর হ'য়ে আস্‌চে। আর দেরি নেই মা—তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্চে।

গান

ভোর হ'ল বিভাবরী, পথ হ'ল অবসান!
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান।
ধন্য হ'লি ওরে পান্থ
রজনী-জাগরক্লান্ত,
ধন্য হ'ল মরি মরি ধূলায় ধূসর প্রাণ।
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে।

মধুভিক্ষু সারে সারে
আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হ'ল তব যাত্রা সারা,
মোছ মোছ অশ্রুধারা,
লজ্জাভয় গেল ঝরি ঘুচিলরে অভিমান॥

(ঠাকুর্দ্দার প্রবেশ)

ঠাকুর্দ্দা। ভোর হ'ল, দিদি, ভোর হ'ল।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্ব্বাদে পৌঁছেচি, ঠাকুর্দ্দা, পৌঁছেচি।

ঠাকুর্দ্দা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই!

সুদর্শনা। বল কি, সমারোহ নেই? ঐ যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ!

ঠাকুর্দ্দা। তা হোক্, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হোক্ আমরা ত তেমন কঠিন হ'তে পারিনে—আমাদের যে ব্যথা লাগে! এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্চ এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার রাণীর বেশটা নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না, না, না! সে রাণীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়েছেন—সবার সাম্‌নে আমাকে